"আরে রে পাপিষ্ঠ তোর নাহি আর রক্ষা।
দায়রা বিচার করি দিব তোরে শিক্ষা।।
পরিপক্ক বংশ দন্ড খুঁটি সাথে বাঁধা।
টান মারি ছিঁড়ে যেন ভীম হস্তে গদা।।
বারেক হুঁঙ্কার ছাড়ি শূন্যভরে তুলি।
ফেলে দন্ড ক্রোধ ভরে লক্ষ্য করে খুলী।।
বিষম দন্ডের দন্ড কেবা সহ্য পায়।
প্রাণ ত্যজি কাশীনাথ লুণ্ঠিত ধরায়।।
পর পর দুই খুন গোস্বামী করিল।
তীর বেগে কুসংবাদ দেশে রটে গেল।।
ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-আদি ভদ্রলোক যত।
শুনিয়া বিষম বার্ত্তা হ'ল উপনীত।।
ভয়ঙ্কর কান্ড দেখি চক্ষু রহে স্থির।
বলে 'ধরে জেলে দাও পাষন্ড ফকির।।
পুলিশে খবর দাও দারোগা আসুক।
পাগলামী দূর করে পাগলে মারুক।।"
অবাক্য কুবাক্য মত কহে নানা জনে।
মৃদু মৃদু গোস্বামীজী হাসে মনে মনে।।
কথা শুনি যুধিষ্ঠির বিশ্বাস মশায়।
বলে 'কেন মন্দ বাক্য বলিছ হেথায়।।
নাহি জানি গুণাগুণ না বুঝিয়া তত্ত্ব।
সাধু জন হিংসা-পাপে হয়েছে প্রমত্ত।।
মনে পড়ে কর্ত্তাগণ কালিকার কথা।
তোমাদের যুধিষ্ঠির বল ছিল কোথা।
সবাই বলিয়া গেলে আর আশা নাই।
প্রাণে মারা যাবে আজি বিশ্বাস মশাই।।
কবিরাজী বৈদ্যগিরি সব ফলাইলে।
রোগের অতল তল কিছু পেয়েছিলে?
সেই যুধিষ্ঠির আমি চেয়ে দেখ ভাই।
মরি নাই বেঁচে আছি ইথে ভুল নাই।।
কাহার করুণা ইহা জানো কিবা সব।
হীরামন গোস্বামীজী পরম বৈষ্ণব।।
আমি মরা যদি বাঁচি গোস্বামী কৃপায়।
ওরা বুঝি মরিয়াছে ওরাতো ঘুমায়।।
খুন ভাবি ভয় যদি পেয়ে থাকে মনে।
সকল দায়িত্ব নি'ব গোস্বামী কারণে।।
স্ব স্ব গৃহে যাও, নাহি কাজ তর্কে।
পুলিশের কাছে ভয় সকলের পক্ষে।।
লুটি পড়ে দিবাসতী সন্ধ্যারাণী কোলে।
ঝুঁকে ঝুঁকে গোস্বামীজী হরি হরি বলে।।
উপস্থিত নর-নারী সবে চলে গেল।
যুধিষ্ঠির ভার্য্যা দেবী কহিতে লাগিল।।
শুন পিতা গোস্বামীজী নিবেদি চরণে।
'দয়া করি রক্ষা কর এ দুই মরণে।।
নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র তুমি মোরা যে কলঙ্ক।
পদ্মবৃত্ত বৃথা ধরে মূর্খহীন পঙ্ক।।
তোমার মহিমা কেহ কিছু নাহি জানি।
সর্ব্বসিদ্ধ নরশ্রেষ্ঠ এই মনে মানি।।
অমূল্য রতন তুমি নমঃশূদ্র ঘরে।
কলঙ্ক তোমার দেব হৃদয় বিদরে।।
বুঝিয়াছি কৃপাকরি এই দুই নরে।
বাঁচালে বিপদ হ'তে নিজ হস্তে ধরে।।
তবু ভুল মোহবশে এই মনে হয়।
বাঁচালে দু'জন প্রভু সর্ব্বশান্তি হয়।।'
বিনয় বচন শুনি গোস্বামীর প্রতি।
বলে "বেটি! তোর লাগি ভুলে যাই রীতি।।
মা বলে ডেকেছি তোরে বড় ভালবাসি।
বাৎসল্য-রস-রজ্জু গলে দিলি ফাঁসী।।
তোর গুণে বাধ্য সদা আছি তোর ঠাঁই।
তোর মাঝে শান্তি মাতা আছে বুঝি তাই।।
তোর দয়া মোর দয়া এক কথা হয়।
হরিচাঁদ বলে রোগী বাঁচাবো নিশ্চয়।।
যা বলিবি যা করিবি তার মধ্যে রই।
তোর গুণে আমি মাগো বড় বাধ্য হই।।